

T-4: Indian Constitution

Unit 4: Union Executive: President

রাষ্ট্রপতি

- রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক প্রধান
- ভারতবর্ষ একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ। প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল দেশের শাসনতান্ত্রিক প্রধান সাধারণ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি, একটি নির্দিষ্ট টার্ম [5 বছর] এর জন্য ভারতের জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

[a] রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাদি :

- ভারতের নাগরিক
- অন্তত 35 বছর বয়স
- লোকসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা
- কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত না থাকা
- পার্লামেন্ট বা কোনও রাজ্য-আইনসভার সদস্য না থাকা
- 15,000 টাকা জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে
- মনোনয়ন -পত্র পঞ্চাশজন নির্বাচকের দ্বারা প্রস্তাবিত হবে এবং অপর পঞ্চাশ জন নির্বাচকের দ্বারা সমর্থিত হবে।

[b] রাষ্ট্রপতির নির্বাচন [54 এবং 55 নং ধারা] :

- ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।
- রাষ্ট্রপতি কে নির্বাচিত করেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সকল নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি ইলেক্টোরাল কলেজ।
- ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি হল -‘ একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমামুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ’ [Proportional Representation by means of single transferable vote]।
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজন ও গণনার দায়িত্ব ভারতের নির্বাচন কমিশনের।
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন ডিসপুটের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

[c] **রাষ্ট্রপতির শপথ পাঠ** [ভারতীয় সংবিধানের 60 নং ধারা] :

রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়রমোস্ট জাজ্) । রাষ্ট্রপতিকে ঈশ্বরের নামে বা সত্যনিষ্ঠার এই মর্মে শপথ নিতে হয় যে -

- তিনি সত্যনিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালন করবেন ।
- সংবিধান ও আইন সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।
- ভারতবাসীর সেবা ও মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন ।

[d] **কার্যকালের মেয়াদ ও বেতন** :

- কার্যকালের মেয়াদ - রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার দিন থেকে 5 বছর ।
- কার্যকালের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন (পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করতে হবে উপরাষ্ট্রপতির কাছে), অথবা সংসদ কর্তৃক অভিসংশার মাধ্যমে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় ।
- বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হতে অর্থাৎ পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন [সংবিধানের 57 নং ধারা] । সর্বাধিক ক'বার রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন সেই বিষয়ে কোনও উর্ধ্বসীমার উল্লেখ নেই ভারতীয় সংবিধানে ।
- আজ পর্যন্ত মাত্র একজন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি , পর পর দুটো টার্ম রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন , তাঁর নাম - ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ (স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) ।
- বর্তমানে রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন দেড় লক্ষ (1,50,000) টাকা এবং অবসরকালীন ভাতা বাৎসরিক নয় লক্ষ (9,00,000) টাকা

[e] **রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি** [61 নং ধারা]

- রাষ্ট্রপতি সংবিধান বিরোধী কাজ করছেন - কেবলমাত্র এই অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে বরখাস্ত(ইমপিচ) করা যেতে পারে ।
- ইমপিচমেন্ট এর প্রস্তাবটি উত্থাপিত হতে পারে লোকসভা বা রাজ্যসভার যেকোন একটিতে ।
- রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব আইনসভার কোনও একটি কক্ষে উত্থাপন করতে গেলে প্রস্তাবটির স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট কক্ষের ন্যূনতম 25% সাংসদের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় ।

- ইমপিচমেন্ট এর প্রস্তাব উত্থাপনের 14 দিন আগে এই বিষয়ে নোটিশ দিতে হয় । এই প্রস্তাবটি যদি সংসদের উচ্চ এবং নিম্ন উভয় কক্ষেই দুই তৃতীয়াংশ সাংসদ দ্বারা সমর্থিত হয় , তাহলে রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত হবেন ।
- বিধানসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন , কিন্তু রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্টের বিষয়টি ঐদের এজিয়ার বহির্ভূত ।
- সংসদের মনোনীত সদস্যরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন না , কিন্তু রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব পাশ করার জন্য যে ভোটাভুটি হয় সেখানে ঐদের ভোটাধিকার আছে ।
- আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধেই ইমপিচমেন্ট এর প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি ।

[f] রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা :

- রাষ্ট্রপতি যদি (a) পদত্যাগ করেন অথবা (b) অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিতি থাকেন অথবা (c) মারা যান , তখন উপরাষ্ট্রপতি কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতিরূপে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন [65 নং ধারা] ।
- রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে , ছ'মাসে র মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয় । উপ-রাষ্ট্রপতি , সর্বাধিক , ঐ ছ'মাসকাল রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত থাকতে পারেন ।

[g] রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা :

- রাষ্ট্রপতি - কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান এবং ভারত সরকারের শাসন বিষয়ক সকল ক্ষমতা তাঁর হাতেই ন্যস্ত আছে । কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন সংক্রান্ত সকল কাজই রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয় । [77(1) নং ধারা] । তিনি নিজে বা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে তাঁর শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন [53 নং ধারা] । ভারত সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ তত্ত্বগত বিচারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তরূপেই বিবেচিত হয় ।
- প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ রাষ্ট্রপতিকে জানান । এ ছাড়াও শাসনকার্য সম্পর্কিত যে কোনও দপ্তরের যে কোনও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী সেই বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে জানাতে বাধ্য থাকেন ।
- নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন সাংবিধানিক উচ্চপদ [প্রধানমন্ত্রী , কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য , রাজ্যপাল , অ্যাটর্নি জেনারেল , ক্যাগ , নির্বাচন কমিশনার এবং ইউ পি এস সি র সদস্যদের] এ যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ নিয়োগ করেন
- অপসারণের ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি এককভাবে মন্ত্রিসভার সদস্য , রাজ্যপাল , অ্যাটর্নি জেনারেল , কেন্দ্র ও রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের অপসারণ করতে পারেন । কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোনও সদস্য অথবা সভাপতিকে অপসারণের আগে তাঁদের বিরুদ্ধে গৃহীত

অভিযোগের তদন্ত করাতে হয় কোর্টের বিচারপতির দ্বারা। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, অডিটর জেনারেল ইত্যাদি পদাধিকারীদের ক্ষেত্রে অপসারণের জন্য সংসদের সুপারিশ আবশ্যিক

- রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে লেফট্যানেন্ট গভর্নর, কমিশনার অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এর মাধ্যমে সরাসরি শাসন করেন।

[h] রাষ্ট্রপতির বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা :

- হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।
- * ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখতে পারেন, হ্রাস করতে পারেন এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দণ্ডিতকে ক্ষমা করতে বা অন্য কোন দণ্ড দিতে পারেন [72 নম্বর ধারা]
- যদি কোনও সময় রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে আইন সংক্রান্ত এমন কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে অথবা উত্থাপিত হতে পারে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সেই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের মতামতে জন্য পাঠাতে পারেন [সংবিধানের 143 (1) নং ধারা]।

[i] রাষ্ট্রপতির আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা [লেজিসলেটিভ পাওয়ার]

ভারতের রাষ্ট্রপতি সংসদের সদস্য নন, কিন্তু তিনি সংসদের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে

- সংসদের অধিবেশন আহ্বান
- অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা
- সংসদের উভয়কক্ষকে আলাদাভাবে বা একসাথে অ্যাড্রেস করা
- লোকসভা নির্বাচনের পর নবগঠিত লোকসভাকে অ্যাড্রেস করা
- প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে লোকসভা ভেঙে দেওয়া
- রাজ্যসভার 12 জন সংসদকে মনোনয়ন। বিশেষ ক্ষেত্রে লোকসভায় দু'জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রতিনিধিকে মনোনয়ন। যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন লোকসভায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব পায় নি তাহলে তিনি লোকসভার দু'টি আসনে নিজের মনোনীত দু'জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে লোকসভার সাংসদ পদ দিতে পারেন [ভারতীয় সংবিধানের 333 নং ধারা]।

- লোকসভা অথবা রাজ্যসভায় কোনও কারণে স্পিকার অথবা চেয়ারপার্সন এবং ডেপুটি স্পিকার বা ডেপুটি চেয়ারপার্সন উভয়পদেই শূন্যতা সৃষ্টি হলে সভারই কোনও যোগ্য সদস্যকে সভার পরিচালক পদে নিয়োগ
- কোনও বিল আইনসভার উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির কাছে যায় তাঁর স্বাক্ষরলাভের জন্য। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ব্যতিরিকে আইনসভার উভয়কক্ষের অনুমোদিত কোনও বিল আইনের স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।
- অর্থবিল ছাড়া অন্য যে কোনও বিলের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি চাইলে কোনও বিলে স্বাক্ষর প্রদানের আগে পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর বিলটি পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত যে রূপেই আসুক না কেন, রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষরদানে বাধ্য থাকেন।
- *অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিলটি আইনসভায় অনুমোদনলাভের পর রাষ্ট্রপতির কাছে এলে রাষ্ট্রপতি অবিলম্বে বিলটিতে স্বাক্ষর দানে বাধ্য থাকেন।
- কিছু কিছু বিল [যেমন অর্থবিল, এক বা একাধিক অঙ্গরাজ্যের নাম/সীমানা/আয়তন পরিবর্তন সংক্রান্ত বিল] এর ক্ষেত্রে সংসদের উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনলাভ আবশ্যিক
- সংসদের দু'টি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন। কিন্তু পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার ছ'সপ্তাহের মধ্যে অর্ডিন্যান্সটি কে আইনসভার অনুমোদন লাভ করতে হয়। সংসদের পরবর্তী অধিবেশন শুরুর ছ'সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনও কারণে অর্ডিন্যান্সটিই আইনসভার অনুমোদন লাভ না করে তাহলে রাষ্ট্রপতির ঘোষিত অর্ডিন্যান্সটি তার প্রয়োগ-যোগ্যতা / স্বীকৃতি / বৈধতা হারায়।

ভেটো প্রদানের ক্ষমতা :

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংসদের অনুমোদিত বিল বাতিল করে দিতে পারেন। তাঁর 3 ধরনের ভেটো ক্ষমতা আছে।

- চূড়ান্ত ভেটো [Absolute Veto]: সাধারণতঃ প্রাইভেট মেম্বার বিল কে নিষ্ক্রিয় করার জন্য রাষ্ট্রপতি তাঁর এই ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। সরকারি বিলের ক্ষেত্রে, কিছু বিশেষ সময়, যেমন কোন বিল সংসদের অনুমোদন লাভের পর রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত হওয়ার পর যদি কোনও কারণে মন্ত্রী পরিষদ পদত্যাগ করে এবং নবনিযুক্ত মন্ত্রী পরিষদ যদি উক্ত বিল পাশ রোধ করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে এই ভেটো প্রয়োগ করার পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতি এই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।
- সাসপেন্স ভেটো [Suspense Veto]: যখন রাষ্ট্রপতি সরাসরি ভেটো প্রয়োগ না করে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের প্রেরণ করে, কিন্তু বিলটিতে সংসদ কোনও পরিবর্তন না করে পুনরায় রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করে তাঁকে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে, তখন রাষ্ট্রপতি এই সাসপেন্সিভ ভেটো প্রয়োগ করে।

- পকেট ভেটো [Pocket Veto]ঃ যেহেতু , সংসদে অনুমোদনলাভের পর যখন রাষ্ট্রপতির কাছে আসে তাঁর স্বাক্ষরলাভের জন্য , তখন তিনি কত দিনের মধ্যে সেই স্বাক্ষর দিতে বাধ্য সেই বিষয়ে কোনও সময়সীমার কথা ভারতীয় সংবিধানে বলা নেই । ফলে বহুদিন ধরে বিলটি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাকে ভাষান্তরে পকেট ভেটো প্রয়োগ করা বলা হয় । 1986 সালে , ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং পোস্টাল বিলের ক্ষেত্রে এই ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন

[j] রাষ্ট্রপতির আর্থিক (অর্থ সংক্রান্ত) ক্ষমতা :

- রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোনও ব্যয় মঞ্জুরির দাবি বা অর্থবিল পার্লামেন্টে পেশ করা যায় না ।
- কনসলিডেটেড এবং কনটিনজেন্সি ফান্ডের রক্ষণাবেক্ষণ
- প্রত্যেক 5 বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠন ।

[k] রাষ্ট্রপতির সামরিক ক্ষমতা :

- রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী [সেনা , বিমান বাহিনী , নৌ বাহিনী] র সর্বাধিনায়ক ।
- সেনা , বিমান বাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি ।
- বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা - রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা [যদিও সংসদের অনুমোদন আবশ্যিক]

[l] রাষ্ট্রপতির কূটনৈতিক ক্ষমতা :

- বিভিন্ন রাস্ত্রজাতিক মঞ্চে রাষ্ট্রপ্রতি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ।
- বিদেশী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ ও প্রেরণএবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করেন ।
- ভারতবর্ষ যেসমস্ত দ্বিপাক্ষিক , ত্রিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সেগুলি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয় ।

[m] রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা :

বিভিন্ন ধরনের জরুরি অবস্থাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণার অধিকার প্রদান করা হয়েছে , এগুলি যথাক্রমে

- জাতীয় জরুরি অবস্থা 352নং ধারা

- অঙ্গরাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা 356নং ধারা
- আর্থিক জরুরি অবস্থা 360নং ধারা

[n] রাষ্ট্রপতির অন্যান্য ক্ষমতা :

- ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ এবং তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাদি সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়ন ।
- একাধিক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের বেতনের কত অংশ কোন্ রাজ্য বহন করবে তা নির্ধারণ ।
- ভারতের কয়েকটি বিশেষ রাজ্যের বিশেষ অঞ্চলের জন্য পৃথক উন্নয়ন পরিষদ গঠন ।

[o] রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী পরিষদ :

- ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় থেকেই , সংবিধানের 74 নং ধারায় উল্লিখিত ছিল যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর শাসনকার্যে সহায়তা করা এবং পরামর্শদানের জন্য মন্ত্রী পরিষদের প্রধান রূপে প্রধানমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে । কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মেনে চলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বাধ্যবাধকতার কোনও উল্লেখ সেখানে ছিল না । 1976 সালে 42 তম সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয় দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন ।
- 44 তম সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ এর সাথে একমত না হলে সেটি মন্ত্রী পরিষদের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারেন , কিন্তু মাত্র একবার ।

42 তম এবং 44 তম সংবিধান সংশোধনীর পর ভারতীয় সংবিধানের 74 নং (সংশোধিত) ধারা অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মেনে চলা রাষ্ট্রপতির কাছে বাধ্যতামূলক হলেও ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অংশে এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে যেখানে রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন । সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলি হল :

- ত্রিশঙ্কু পার্লামেন্টে যে পার্লামেন্টে কোন রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এককভাবে নেই , যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জোট বা দলের সর্বসম্মত নেতা না থাকে , তখন , প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ
- প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি ক্ষমতাসীন দল বা জোটের কোনও স্বীকৃত নেতা না থাকে অথবা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে কে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সে সম্পর্কে বিতর্ক থাকে এবং ক্যাবিনেটের বাইরে থাকা কারও নাম প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রস্তাবিত হয় ।

B.A. Political Science (Honours), SEMESTER-II, STUDY MATERIALS – R.C.

- যখন লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী পরিষদ , যে মন্ত্রী পরিষদের পিছনে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন নেই অথবা মন্ত্রী পরিষদের কোনও একজনের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়েছে ।
- যখন মন্ত্রী পরিষদ লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারিয়েছে কিন্তু পদত্যাগে রাজী নয় সেক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্র ।

[p] প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

- ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ , স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি , একমাত্র ব্যক্তি যিনি পর পর দু'বার ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ।
- নিলম সঞ্জীবও রেড্ডি - ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রপতি যিনি কোনও প্রতিযোগিতা ছাড়াই রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন

List of Presidents of India

Name	Tenure
Dr Rajendra Prasad (1884-1963)	January 26, 1950 - May 13, 1962
Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975)	May 13, 1962 - May 13, 1967
Dr Zakir Hussain (1897-1969)	May 13, 1967 - May 03, 1969
Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) (Acting)	May 03, 1969 - July 20, 1969
Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) (Acting)	July 20, 1969 - August 24, 1969
Varahagiri Venkatagiri (1884-1980)	August 24, 1969 - August 24, 1974
Fakhruddin Ali Ahmed (1905-1977)	August 24, 1974 - February 11, 1977
B.D. Jatti (1913-2002) (Acting)	February 11, 1977 - July 25, 1977
Neelam Sanjiva Reddy (1913-1996)	July 25, 1977 - July 25, 1982
Giani Zail Singh (1916-1994)	July 25, 1982 - July 25, 1987
R. Venkataraman (1910-2009)	July 25, 1987 - July 25, 1992
Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999)	July 25, 1992 - July 25, 1997
K.R. Narayanan (1920-2005)	July 25, 1997 - July 25, 2002
Dr. A.P.J. Abdul Kalam (1931-2015)	July 25, 2002 - July 25, 2007
Smt. Pratibha Devisingh Patil (Birth-1934)	July 25, 2007 - July 25, 2012
Shri Pranab Mukherjee (Birth-1935)	July 25, 2012 - July 25, 2017
Shri Ram Nath Kovind (Birth-1945)	July 25, 2017 - Incumbent

রাষ্ট্রপতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা ও তাদের আলোচ্য বিষয় :

- 52 নং ধারা ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন
- 53 নং ধারা কেন্দ্রের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হবে
- 54 নং ধারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন একটি ‘ নির্বাচনী সংস্থা ’ কর্তৃক
- 55 নং ধারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি
- 56 নং ধারা রাষ্ট্রপতির শাসনকার্যের সময়কাল (5 বছর) ও শর্ত ।
- 57 নং ধারা রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্বাচন
- 58 নং ধারা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা
- 59 নং ধারা রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার শর্ত
- 60 নং ধারা রাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণ
- 61 নং ধারা রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্ট
- 62 নং ধারা রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা , উপরাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ এ পরবর্তী নির্বাচন আয়োজনের সময়সীমা

রাষ্ট্রপতি President শাসনতান্ত্রিক প্রধান Executive Head প্রজাতান্ত্রিক Republic ,
নাগরিক Citizen লাভজনক পদ Office of Profit কার্যকালের মেয়াদ Term
পদ্যত্যাগ পত্র Resignation Letter
সংসদের সুপারিশ Recommendation of the Parliament
ফৌজদারি মামলা Civil Case অবিচ্ছেদ্য অংশ Part & Parcel অধ্যাদেশ Ordinance
ত্রিশঙ্কু সংসদ Hung Parliament কূটনৈতিক ক্ষমতা Diplomatic Power
একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব Proportional Representation by
means of single transferable vote